দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২...

AUG 04 2002

তদন্ত কমিশনে ১১ ছাত্রীর সাক্ষ্য

পুলিশ রুমের দরজা ভেঙ্গে ছাত্রীদের টেনে হেঁচড়ে নীচে নামায়

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সামনে গতকাল ১১ জন ছাত্রী সাক্ষ্য প্রদান করেন। ছাত্রীরা জানায়, পুলিশ বিভিন্ন রুমের দরজা ভেঙ্গে সাধারণ ছাত্রীদের টেনে-হেঁচড়ে এবং চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে নীচে নিয়ে যায়। অন্যদিকে রমনা থানার তৎকালীন ওসি লুৎফর রহমান তার সাক্ষ্যে দাবী করেন, পুলিশ কোন ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন কোন আচরণ করেনি। বিচারপতি আফজালুল ইসলাম গতকাল তৃতীয় দিনের মতো কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) ৩০৭ নম্বর কক্ষে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। গতকাল শামসুন্নাহার হলের আবাসিক ছাত্রী তনুশ্রী হেড়, হালিমা বেগম ঝুমুর, নীলিমা আক্তার, (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

পুলিশ রুমের দরজা ভেঙ্গে

(প্রথম পৃঃ পর)

সেলিনা আক্তার রানু, খালেদা ইয়াসমিন, বিন্দু রাইন, সোনিয়া আফরিন পাপ্পা, মমতাজ মম, লিজা ইতি ও ছাত্রীদের বিরুদ্ধে রমনা থানায় মামলা দায়েরকারী অপর ছাত্রী জান্নাতুল কানন এবং রমনা থানার তৎকালীন ওসি লুৎফুর রহমান সাক্ষ্য প্রদান করেন। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ চলে। তনুশ্রী হেড় (রুম নং- ৩০০৩) তার সাক্ষ্যে বলে, শামসুন্নাহার হলে যে ঘটনা ঘটে তার সূত্রপাত একদিনে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যান্য হলের প্রভোষ্ট বদল হলেও আমাদের হলের প্রভোষ্ট তার পদে বহাল থাকেন।

তনুশ্রী বলে, বিভিন্ন কারণে প্রভোষ্টের সঙ্গে আবাসিক শিক্ষিকাদের মতানৈক্য দেখা দেয়। আবাসিক শিক্ষিকারা প্রভোষ্টের অপসারণের দাবীতে কর্মবিরতি পালন করছিলেন। ২৩ জুলাই আবাসিক শিক্ষিকার সমর্থনে বহিরাগতরা প্রভোষ্টের কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়। তনুশ্রী জানায়, সাধারণ ছাত্রীরা শুধু বহিরাগতদের হল থেকে বের করে দেয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করে। বহিরাগতদের হল থেকে বের করে দেয়ার জন্য সেদিন হলের সাধারণ ছাত্রীরা সমবেত হয়।

তনুশ্রী বলে, সেদিন রাতে বহিরাগতরা মোবাইল ফোনে ভিসির সাথে যোগাযোগ রাখছিলো। তারা ভিসিকে বলে, তাদেরকে যদি কেউ কিছু করতে আসে তবে তারা ৮/১০টা লাশ ফেলে দেবে। তারা আরো বলে যে, লাঠি রড ও দা নিয়ে তারা বসে আছে তারা ভিসিকে তাদের 'প্রটেকশন' দিতে বলে। তনুশ্রী তার সাক্ষ্যে বলে, বহিরাগতরা ছিলো সশস্ত্র। ছাত্রীরা যখন বহিরাগতদের হল থেকে বের করে দেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তাদের এই বলে হুমকি দেয়া হয়, আমরা যদি রুমে না যাই তাহলে পুলিশ আমাদের উপর লাঠিচার্জ করবে। তনুশ্রী জানায়, রাত ৩টায় পুলিশ বাহিনী দু'হাতে লাঠি ধরে সেই লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মার দেয়। মেয়েরা ফুলের টবে, ঝোপে, টয়লেটে লুকিয়ে নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়নি।

সাক্ষী মমতাজ (কক্ষ নং- ৫০০৪) তার সাক্ষ্যে বলে, বহিরাগত লুসি মোবাইল ফোনে বলছিলো, স্যার এখনকে রাতটা পার করে দেন আমাকে বের হতে বলবেন না। কিভাবে হল টিকিয়ে রাখতে হয় আমি লুসি তা দেখবো। দরকার হলে দশটা খুন করবো। পরবর্তী ৭ দিনেই সব ভুলে যাবে। মমতাজ বলে, বহিরাগতদের এ ধরনের হুমকিতে অনেক ছাত্রী ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু তারা ছিলো ঐক্যবদ্ধ। গতকাল তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্যে শামসুন্নাহার হলের অপর এক ছাত্রী জান্নাতুল কানন বলে, সেদিন রাতে পুরুষ পুলিশ হলে ঢুকেনি। ওসি লুৎফুর রহমান তার সাক্ষ্যে বলেন, পুলিশ সেদিন রাতে কোন ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেনি।